UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Accredited by NAAC with Grade "A"

JOURNAL CONTENTS

Bengali

2020

UNIVERSITY LIBRARY

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Raja Rammohunpur, P.O- North Bengal University

Dist- Darjeeling, Pin- 734013, West Bengal

Contents

Sl. No.	Journal Title	Vol./Issue	Page no.
1	Aneek	56(7-8)	1-11

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
UNIVERSITY LIBRARY
PERIODICALS
13 FEB 2020

সম্পাদকীয় ❑ ৫

দীপংকর চক্রবর্তী স্মারক বক্তৃতা

নাগরিকত্ব, গণতন্ত্র ও এনআরসি ❑ অরূপ বৈশ্য ❑ ১১

ঘটনাপ্রবাহ

আজকের আন্দোলন— ভবিষ্যতের প্রত্যাশা ❑ পরিচয় কানুনগো ❑ ১৯

প্রবন্ধ

ডিটেনশন সেন্টার— মেডিসিনের চোখ দিয়ে ❑ জয়ন্ত ভট্টাচার্য ❑ ২২

পাঠকের কলমে ❑ ২৮

ফিরে দেখা

জালিয়ানওয়ালাবাগ: শতবর্ষে ফিরে দেখা ❑ রাজকুমার বসাক ❑ ৩১

বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে ❑ শুভাশিস মুখোপাধ্যায় ❑ ৩৮

রিদ্যাসাগর ও দর্শন চর্চা ❑ কনিষ্ক চৌধুরী ❑ ৪৫

অক্ষয়কুমার দত্ত ও সমকাল ❑ তন্ময় রায় ❑ ৫১

জন্মশতবর্ষ ও এক অমল মানুষের কথা ❑ অশোক চট্টোপাধ্যায় ❑ ৫৯

প্রসঙ্গ সোমেন চন্দ এবং কিছু কথা ❑ দিগন্ত গঙ্গোপাধ্যায় ❑ ৭৫

সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষ ❑ নারায়ণ সরকার ❑ ৮৩

শেখ মুজিবুর রহমান ❑ অরিজিৎ ❑ ৯১

কবিতা ৭-১০

আড়মোড়া ভাঙে আজ স্থবির সময় ❑ সব্যসাচী গোস্বামী

আমার মেয়ের চোখেও কেন ❑ বিশ্বনাথ গরাই

উদ্বৃত্ত ❑ আনোয়ার হোসেন

নবান্ন আহার ❑ বিকাশ চন্দ

জে এন ইউ ❑ অমিতাভ ভট্টাচার্য

যুদ্ধ আর খিদে অচিন্ত্য সুরাল

আমরা দেখো ঘাবড়াইনি ❑ বিশাল ভরদ্বাজ ❑ অনুবাদ ঃ শুভেন্দু দাশগুপ্ত

কাগজ আমরা দেখাব না ❑ বরুণ গ্রোভার ❑ অনুবাদ ; ঋতম সেন

সব মনে রাখা হবে... ❑ আমির আজিজ ❑ অনুবাদ : শুভজিৎ মুখার্জী

অনীক

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০২০
বর্ষ ৫৬, সংখ্যা ৭-৮
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা পয়সা পাঠাবার ঠিকানা
প্রযত্নে পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২/৯৮৩০১৪৩৩৬৫
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ২০০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpatrika.wordpress.com (Current)
aneekpotrika.wordpress.com (Old)

কার্যালয় :
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
(মঙ্গল ও শুক্র, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)

সম্পাদকমণ্ডলী : রতন খাসনবিশ প্রণব দে
সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস

14 AUG 2020

অনীক

মার্চ, ২০২০
বর্ষ ৫৬, সংখ্যা ৯
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

সম্পাদকীয় ❑ ৩

ঘটনাপ্রবাহ

দিল্লির সাম্প্রতিকতম গণহত্যা ❑ শুভ্রনীল দত্ত ❑ ৪
কেন্দ্রীয় বাজেট ❑ দীপঙ্কর দে ❑ ৫
দিল্লি নির্বাচন ❑ অরিজিৎ ❑ ৬

প্রবন্ধ

নয়া-উদারনীতিবাদ, রাষ্ট্র-যন্ত্র ও বর্তমান পরিস্থিতি ❑ প্রণব কান্তি বসু ❑ ৮
আরএসএস, ভিজিল্যান্টিজম ও হিন্দুরাষ্ট্র ❑ সমু ❑ ১৯
নাগরিকত্ব-বেনাগরিকত্ব : বিজেপি-র গেমপ্ল্যান ❑ পরিচয় কানুনগো ❑ ২৬

পাঠকের কলমে

দু কোটি বাংলাদেশির গল্প ❑ ৩৩

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা পয়সা পাঠাবার ঠিকানা
প্রযত্নে পিপলস্ বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২/৯৮৩০১৪৩৩৬৫
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ২০০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpatrika.wordpress.com

কার্যালয় :
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
(মঙ্গল ও শুক্র, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)

সম্পাদকমণ্ডলী : রতন খাসনবিশ প্রণব দে সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস

এবার বিচার জনতার আদালতে

বিশ্ব কাঁপছে করোনা আতঙ্কে। আর ভারত কাঁপাছে ক্যা আতঙ্কে। ক্যা এখন আর ঠিক আইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ক্যা-এর বিস্তার ঘটেছে সমাজের অন্দরে, প্রশাসন এবং বিচারব্যবস্থার মানসিকতায়, সংস্কৃতিতে। সংসদে ক্যা পাশ হওয়ার পরবর্তী ৭৯ দিনে ৬৯ জন মানুষ নিহত হয়েছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। দিল্লিতে মৃত্যু সংখ্যা এখনও পর্যন্ত ৫৩, যদিও শেষ হিসাব এখনও অমিল। ওদিকে মেঘালয়ের মতো প্রত্যন্ত রাজ্যেও ক্যা-কেন্দ্রিক হাঙ্গামায় তিনজন নিহত। উত্তরপ্রদেশে আক্ষরিক অর্থে সংখ্যালঘুদের উপর প্রশাসনিক হামলা শুরু হয়েছে। পুলিশের দেওয়া নামের তালিকা ধরে সরকারি সম্পত্তি বিনষ্টের কারণে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ব্যানারে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রতিবাদীদের ছবি সহ নাম। বিচার হচ্ছে না, অভিযুক্তদের কথা শোনা হচ্ছে না, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে শুধুমাত্র পুলিশের বয়ান ধরে বিচারপর্ব চলছে। কাজির বিচারের জায়গা নিয়েছে যোগীর বিচার।

ভারতে এখন টুঁটি চেপে ধরার প্রতিযোগিতা চলছে। কোথাও প্রশাসন বিচারালয়ের টুঁটি চেপে ধরছে, আবার কোথাও আদালতই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রতিবাদীদের টুঁটি চেপে ধরার উদ্যোগ নিচ্ছে। দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি মুরলিধরকে মধ্য রাতে বদলি করা হয় বিজেপি নেতাদের বিদ্বেষাত্মক উক্তির বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন বলে। আর সমাজকর্মী হর্ষ মান্দার সুপ্রিম কোর্টের 'সমালোচনা' করেছিলেন বলে প্রধান বিচারপতি তাঁর আবেদনই শুনতে চাইলেন না। সর্বোচ্চ আদালতও কি তাহলে 'টুঁটি চেপে ধরার' প্রক্রিয়ায় সামিল হলো?

কী বলেছিলেন মান্দার? জামিয়া-মিলিয়ার ছাত্রদের অবস্থান আন্দোলনে মান্দার বলেছিলেন, "যারা আপনাদের জাতীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলছে এবং আপনাদের অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে তাদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে, অপিচ দেশের সংবিধান এবং সংবিধানের প্রাণভোমরা প্রীতি ও মৈত্রীবন্ধন রক্ষার্থে রাজ্যে রাজ্যে এক আন্দোলন শুরু হয়েছে। আমাদের সংবিধান বাঁচাতে আমরা পথে নেমেছি এবং পথ দখল করেই যাবো। তবে, সংসদে আমাদের জয় হবে না কারণ আমাদের রাজনৈতিক দলগুলি, যারা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করে, তাদের লড়াইয়ে নামার নৈতিক শক্তি নেই। সুপ্রিম কোর্টেও আমরা জিততে পারবো না। কারণ আমরা ইতিপূর্বে এনআরসি, অযোধ্যা এবং কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিলের মামলায় দেখেছি সুপ্রিম কোর্ট মানবতা, সমতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে আমরা অবশ্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করব, কারণ সর্বোপরি এটি আমাদের সর্বোচ্চ আদালত। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত/রায় সংসদ বা সুপ্রিম কোর্ট কেউই দেবে না। কী হবে দেশের ভবিষ্যত? আপনারা যুবসমাজ— আপনাদের সন্তানদের জন্য কী ধরনের দেশ আপনারা রেখে যেতে চান? কোথায় নেওয়া হবে সেই সিদ্ধান্ত? একদিকে পথেই নেওয়া যেতে পারে সিদ্ধান্ত। আমরা সবাই পথেই আছি। তবে পথের থেকেও আরও একটি বড়ো জায়গা আছে, যেখানে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়... আপনার আমার হৃদয়ের মধ্যে।"

মহামান্য ন্যায়াধীশ, এই বক্তব্যের মধ্যে চেষ্টা করেও আদালত অবমাননার লেশমাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। মান্দারের বক্তব্যে সর্বোচ্চ আদালতের অনিরপেক্ষ চরিত্রটা উঠে এসেছে, সেটাই আপনাদের সংবেদনশীলতায় আঘাত দিয়েছে। "বিদ্বেষবিষ নাশো" যাঁদের কণ্ঠে, তাঁরা আপনাদের বিচারে দেশদ্রোহী, আর 'বিদ্বেষবিষ হানো' কণ্ঠের প্রতি আদালত বধির। বিচারালয় সহ দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি আক্রান্ত। জনতা ব্যতীত এই আক্রমণ প্রতিরোধ করা আপনাদের সাধ্যাতীত, ন্যায়াধীশ! ❑

06 OCT 2020

সম্পাদকীয়

করোনা ও শ্রেণীবিরোধ

কালান্তক এক মারণব্যাধি সারা পৃথিবীকে গ্রাস করেছে। কোভিড-১৯ প্রতিরোধের কোনো প্রতিষেধক এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানের অজানা। সমস্ত কর্মচঞ্চলতাকে স্তব্ধ করে, বিচ্ছিন্ন জীবনযাপনের নিদান দেওয়া ছাড়া চিকিৎসক-গবেষক সমাজ আর কোনো উপায় খুঁজে পাননি।

ব্যাধি ধনী-দরিদ্র ভেদ করে না। কিন্তু ব্যাধির বিরুদ্ধে সুরক্ষা ব্যবস্থা শ্রেণীভেদের উপর নির্ভরশীল। এই যে লকডাউন বা বিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রা সমগ্র বিশ্বে সরকারি নির্দেশে বিস্তারিত হয়েছে, তা ব্যাধির বিস্তারের বিরুদ্ধে আগল তুললেও, গতরখাটা মানুষের পায়ে তা শিকল পরিয়েছে। ব্যাধি থেকে বাঁচলেও বুভুক্ষা থেকে বাঁচবার দ্বার রুদ্ধ। বিগত একমাসে আমরা অন্য এক ভারত দেখেছি। পদাতিক ভারত। উপার্জনহীন, কপর্দকহীন, আশ্রয়হীন প্রবাসী শ্রমিকদের গৃহাভিমুখী লং মার্চ। শুধু স্থলপথে নয়, পুলিশের নজরদারি এড়াতে বনপথে, জলপথে অলৌকিক অভিযান। দিল্লি-মুম্বাই-সুরাটে হাজার হাজার ঘরমুখী মানুষের মারমুখী হয়ে ওঠার চিত্র।

শুধু প্রবাসী কেন, স্বগৃহবাসী ভুখা মানুষের সংখ্যা কম কী! যারা দৈনিক রোজের ভিত্তিতে কলে-কারখানায় কাজ করেন, রিক্স-অটো-ট্যাক্সি চালক, ট্রেনে-বাসে ফেরি করে যাদের দিন গুজরান হয়, মজুর-মিস্ত্রি, ফল-সব্জি বিক্রেতা এমন শত শত জীবিকার মানুষের উপার্জনহীন জীবন তাদেরও মৃত্যুদ্বারে উপনীত করেছে। ইতিমধ্যেই (১৩ এপ্রিল পর্যন্ত) লকডাউন এদেশে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ পথে প্রায় দু'শো মানুষকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছে। পরিসংখ্যানের মাপকাঠিতে সংখ্যাটা সরকারের বিবেচনাযোগ্য মনে হয়নি। আসলে মৃত্যুসংখ্যা দিয়ে তো অর্থনৈতিক সন্ত্রাসের পরিমাপ করা যায় না। লকডাউনের সুযোগ নিয়ে শ্রমজীবী মানুষের উপর আর এক দফা অর্থনৈতিক সন্ত্রাস যে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এটা চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রই উপলব্ধি করতে পারছেন। সরকারের কি দায় কেবল করোনা থেকে বাঁচিয়ে রাখার? অনাহার, অনিশ্চয়তা থেকে বাঁচিয়ে রাখার দায় নেই? কেন ঘরে ফেরার সুযোগ দেওয়া হলো না পরিযায়ী শ্রমিকদের? বৃত্তিহারা শ্রমিকরা কেন পাবে না তাদের প্রাপ্য মজুরি? শিল্পপতিদের খুশ করতে সরকার আট ঘন্টার শ্রমদিবসকে বারো ঘন্টায় নিয়ে গেছে। অর্থাৎ, কলে-কারখানায় এক-তৃতীয়াংশ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ব্যবস্থা পাকা করা হলো। ব্যাঙ্ক জালিয়াতদের কোটি কোটি টাকার ঋণ মকুব করে দিয়ে তাদের দায়মুক্ত করার ব্যবস্থা পাকা করা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম প্রায় ৮০ শতাংশ কমে যাওয়ায়, সরকারের বাজেট সাশ্রয়ও বিপুল। অথচ এ দেশের শ্রমিক-কৃষক সামান্য আপৎকালীন সাহায্য থেকেও বঞ্চিত। সমীক্ষা বলছে, ৯৬ শতাংশ পরিযায়ী শ্রমিকই রেশন পাচ্ছেন না। "স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সমীক্ষায় ৪৪ শতাংশ মানুষ জানিয়েছেন, তারা খাওয়া কমিয়েছেন বা এক বেলা খাচ্ছেন" (আনন্দবাজার, ২৮/০৪/২০)। খাদ্য নিগমের ভাণ্ডারে রক্ষিত উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য স্যানিটাইজার প্রস্তুতে ব্যয়িত হবে, তবু সরকার ভাতের জোগান দেবে না। অর্থনীতিবিদদের মতে, জাতীয় আয়ের তিন শতাংশ ব্যয় করলে, দেশের আশি শতাংশ মানুষকে মাসে আগামী ছয় মাস দশ কেজি করে খাদ্যশস্য এবং সাত হাজার টাকা আপৎকালীন অনুদান দেওয়া যেত।

মহামারী হোক, মন্বন্তর হোক বা মন্দা— কোপ পড়ে সেই প্রান্তিক, ভূমিজীবী, শ্রমজীবী মানুষের ঘাড়ে। আর তাতেই প্রবৃদ্ধি হয় জিডিপি-র তথা ধনাঢ্য শ্রেণীর ধনভাণ্ডারের। শেষ বিচারে মহামারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামও তাই শ্রেণীসংগ্রাম। ❑

অনীক

এপ্রিল, ২০২০
বর্ষ ৫৬, সংখ্যা ১০
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

সম্পাদকীয় ❑ ৩

ঘটনাপ্রবাহ
বধ্যভূমি 'সংশোধনাগার' ❑ রঞ্জিত শূর ❑ ৪

প্রবন্ধ
অন্ধ কাল ❑ পরিচয় কানুনগো ❑ ৬
লকডাউন, পরিযায়ী শ্রমিক ও তাদের বারোমাস্যা ❑ শ্যামল দাস ❑ ৯
ভারতের চতুর্থ জাতীয় তাঁতগণনার রিপোর্ট ও বর্তমানের তাঁতশিল্প ❑ প্রণব নাগ ❑ ১৭
ইতিহাসের পাতা উল্টে: রেজিস্ট্যান্সের লড়াই ❑ গৌতম সেনগুপ্ত ❑ ২২
চিকিৎসা পেশার নৈতিকতা ❑ জয়ন্ত ভট্টাচার্য ❑ ২৬

গ্রন্থ সমালোচনা
রঙ্গমঞ্চে ভিখারিনামা ❑ সিদ্ধার্থ ❑ ৩৩

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা পয়সা পাঠাবার ঠিকানা
প্রযত্নে পিপলস্ বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২/৯৮৩০১৪৩৩৬৫
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ২০০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpatrika.wordpress.com
কার্যালয় :
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
(মঙ্গল ও শুক্র, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)

সম্পাদকমণ্ডলী : রতন খাসনবিশ প্রণব দে সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস

0 6 OCT 2020

অনীক

মে, ২০২০
বর্ষ ৫৬, সংখ্যা ১১
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

সম্পাদকীয় ❑ ৩

ঘটনাপ্রবাহ

রেশনের ব্ল্যাকগণিত ❑ অরিজিৎ ❑ ৪

কোভিদ-১৯

ভাইরাস যখন বিজ্ঞানকে খায় ❑ স্থবির দাশগুপ্ত ❑ ৮

আগামীদিনের অশনিসঙ্কেত ❑ পার্থসারথি রায় ❑ ১২

করোনা— বিস্তারিত পর্যালোচনা ❑ শুভদীপ ❑ ১৬

প্রবন্ধ

পিএম কেয়ার্স ফান্ড: আইন কী বলছে? ❑ সমু ❑ ২৭

কোভিদ-১৯ ও ক্যাশ ট্রান্সফার ❑ কাঞ্চন সরকার ❑ ৩১

কবিতা

চার অধ্যায় ❑ অশোক চট্টোপাধ্যায় ❑ ৭

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা পয়সা পাঠাবার ঠিকানা
প্রযত্নে পিপলস্ বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২/৯৮৩০১৪৩৩৬৫
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ২০০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpatrika.wordpress.com

কার্যালয় :
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
(মঙ্গল ও শুক্র, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)

সম্পাদকমণ্ডলী : রতন খাসনবিশ প্রণব দে
সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস

সম্পাদকীয়

লকডাউনের দাঁত

লকডাউন চলছেই। দফায় দফায়, পর্বে পর্বে। কিন্তু করোনাকে নকডাউন করা যাচ্ছে না। লকডাউনের ঘোষিত উদ্দেশ্য ব্যাধির বিস্তার রোধ। কিন্তু কার্যকরী উদ্দেশ্য দেশের শ্রম আইনকে কর্পোরেট পুঁজির অনুকূলে আনা এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের বিস্তার। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট আইনের দৌলতে দেশে তো এখন অঘোষিত জরুরি অবস্থা। ২০০৫ সালের ডি-এম আইনের প্রেক্ষাপট ছিল সুনামি এবং ভূমিকম্প। যাই হোক, লকডাউনের আদেশ প্রণয়নে এই আইনেরই সাহায্য নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বলবৎ হয়েছে ১৮৯৭ সালের এপিডেমিক ডিজিস আইন, যা প্রণীত হয়েছিল ঔপনিবেশিক ভারতে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষিতে। রোগ-বিস্তার প্রতিরোধের নামে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার সাধারণ মানুষকে এত বেশি নিগ্রহ শুরু করেছিল যে, সংশ্লিষ্ট সরকারি কমিটির প্রধান চার্লস রান্ডকে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতে প্রাণ দিয়ে তার মূল্য চোকাতে হয়েছিল।

মানুষের জীবন-জীবিকার প্রতি দৃষ্টিপাত না করে, প্রায় সামরিক কায়দায় হঠাৎ করে দেশব্যাপী মানুষকে অন্তরীণ করার ফলাফল কী হতে পারে, তা ঘরমুখী মানুষের ক্রমাগত মৃত্যুমিছিলেই প্রতিভাত। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস ইংল্যান্ডের শ্রমিকজীবন বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন (১৮৪৫), 'প্রত্যক্ষ কারণের চেয়ে অনেক বেশি পরোক্ষ কারণে অনেকে অনাহারে মারা যান, যেখানে দীর্ঘকালীন সঠিক পুষ্টির অভাব মৃত্যু ডেকে আনে।' অর্থাৎ, এমন এক মৃত্যুবহনকারী পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়, যেখানে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েই শ্রমিককে বাঁচার প্রচেষ্টা চালাতে হয়। একে তিনি মৃত্যু বলেননি, আখ্যা দিয়েছিলেন "সামাজিক হত্যা" (Social murder)। এই যে মানুষগুলো, যাদের কাজ না থাকলে মজুরি নেই, যাদের জন্য রাষ্ট্রের তরফেও কোনো সাহায্য নেই, বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় যারা ঘরে ফিরতে চেয়েও পারে না— একে কি মৃত্যু বলা যায়? নাকি এ হত্যা, রাষ্ট্রীয় হত্যা, State murder?

লকডাউনের দাঁত দেখা গেল যখন বিশ লক্ষ কোটি টাকার 'আত্মনির্ভর' প্যাকেজ ভারতের অর্থনীতির সবকয়টি দ্বার কর্পোরেট পুঁজিকে উন্মুক্ত করে দিল। না এটা প্রথম নয়, শেষও নয়। বিশ্বায়নের নয়া উদারবাদী অর্থনীতিতে ভারতীয় অর্থনীতি বলে কিছু নেই। সবটাই কর্পোরেট কব্জায়। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে সময়টা তাৎপর্যপূর্ণ। সমস্ত দেশ যখন লকআউটের ফাঁদে ক্ষুধা ও উপার্জনের অভাবে কাতর, প্রতিবাদের পথ বন্ধ, তখন তাদের জন্য মোদী সরকারের দাওয়াই ঋণং কৃত্বা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চুষ্য। আর কর্পোরেট প্রভুদের স্বার্থে শ্রম আইন উধাও, শ্রমদিবসের বিধিনিষেধ বাতিল, কৃষি-কৃষিপণ্যের বাজার-খনি-প্রতিরক্ষা-শক্তিক্ষেত্র ইত্যাদি ইত্যাদি মুক্ত মৃগয়াক্ষেত্র। এটাই লকডাউনের রাজনীতি। শাসকদের রাজনীতি। লকডাউন একদিন উঠে যাবে। করোনার দাপাদাপিও হয়তো একদিন হ্রাস পাবে। কিন্তু কর্পোরেটের দাপাদাপি, যা শুধু ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষায়, তা থেকে পরিত্রাণ পেতে ব্যারিকেড প্রস্তুত তো? ❑

স্মরণ

এপার বাংলা ও ওপার বাংলার দুই প্রথিতযশা সাহিত্যিক দেবেশ রায় এবং আনিসুজ্জামান গত ১৪ মে ২০২০, একই দিনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। 'অনীক' তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্য গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।

১৪ মে ২০২০ বিদায় নিলেন মানবাধিকার আন্দোলনের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব, 'অনীক' পত্রিকার শুভানুধ্যায়ী সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জি, সকলের পরম শ্রদ্ধেয় শচীদার প্রয়াণে শোকাহত 'অনীক' তাঁর স্মৃতির গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।

06 OCT 2020

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
UNIVERSITY LIBRARY
PERIODICALS

অনীক

জুন, ২০২০
বর্ষ ৫৬, সংখ্যা ১২
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

সম্পাদকীয় ❑ ৩

ঘটনাপ্রবাহ

'কালো' আমেরিকা শ্যামল দাস ❑ ৪
নোয়াম চমস্কি এবং অন্যানদের বিবৃতি ❑ ৪
আয়নায় নিজের মুখ ❑
ইউগো এনমাডি লরেন্স ❑ ৬

প্রবন্ধ

পরিযায়ী শ্রমিক: অর্থনীতির মেরুদণ্ড ❑ দেবশ্রী ❑ ৯
কেরালা মডেল কীভাবে কাজ করেছে ❑ ভি প্রসাদ ❑ ১৪
অন-লাইন পড়াশুনা, পরীক্ষা এবং শিক্ষা ❑
শুভাশিস মুখোপাধ্যায় ❑ ১৮

স্মরণ

ছ্যাঁদাওয়ালা ছাতা মাথায় একলা এক ভিক্ষু ❑
অশীষ লাহিড়ী ❑ ২৫
সুজয় বসু স্মরণে ❑ তরুণ বসু ❑ ২৯
কিষণলাল চ্যাটার্জী স্মরণে ❑
ভারত জ্যোতি রায়চৌধুরী ❑ ৩২

পাঠকের কলমে

পরিমাণ থেকে গুণে পরিবর্তনের পদযাত্রা ❑ ৮

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা পয়সা পাঠাবার ঠিকানা
প্রযত্নে পিপলস্ বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২/৯৮৩০১৪৩৩৬৫
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ২০০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpatrika.wordpress.com

কার্যালয় :
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
(মঙ্গল ও শুক্র, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)

সম্পাদকমণ্ডলী : রতন খাসনবিশ প্রণব দে
সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস

সীমান্তে সোরগোল

আমাদের প্রধানমন্ত্রী অত কাঁচা খেলোয়ার নন যে, সাতপাঁচ না ভেবে আলটপকা বিরোধীদের হাতে লোপ্পা ক্যাচ তুলে দেবেন আর ভালোমানুষের মতো বিরোধীদের মাঠ ছেড়ে দেবেন। বিরোধীরা যখন আউট আউট করে সোরগোল শুরু করে দিয়েছে, তখন আপাত মৌনতার আড়ালে তিনি মুচকি হাসছেন। আসলে যুদ্ধ নয়, এই সোরগোলটাই তাঁর প্রয়োজন ছিল। সোরগোল তুলেই তিনি গুজরাট থেকে দিল্লি পৌঁছেছেন। সোরগোল তুলেই তাঁর দিল্লিতে বসবাস পোক্ত করেছেন। সামনে এসে গেছে ছয়টি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার মধ্যে দুটি রাজ্য আছে, যে দুটিতে তিনি জয়লাভ করলে দাক্ষিণাত্যে এবং পূর্বাঞ্চলে তাঁর সাম্রাজ্যের প্রসার নিষ্কণ্টক হবে। কাজেই এখন একটা সোরগোল তোলা তাঁর বড়োই প্রয়োজন। বালাকোট, পাকিস্তান, কাশ্মীর, মন্দির অনুসরণে উগ্র জাতীয়তাবাদে দেশকে নিষিক্ত করতে অবশেষে তিনি ছাড়লেন— "না কো ওয়াহান হামারি সীমা মে ঘুস আয়া হ্যায় অউর না কোই ঘুসা হুয়া...", লেকিন "দেশ কো ইস বাত কা গরব হোগা কি ইয়ে মারতে মারতে মরে"। এটা আমাদের প্রধানমন্ত্রী বুঝিয়ে দিলেন— কে কাকে কোথায় মেরেছিল, সেটা বড়ো কথা নয়। কিন্তু মৃত্যুটার বড়ো প্রয়োজন ছিল। কাঙ্ক্ষিত পথেই মিডিয়া বার্তা-প্রচারে 'দেশপ্রেম' এখন সবকিছুই ঢেকে দিয়েছে— দেশের অর্থনীতির ক্রমাবনমন, দরিদ্র ও কর্মহীন ভারত, পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশা। চীনকে আসরে নামানোর এক বাড়তি সুবিধেও আছে। দেশটা যেহেতু এখনও 'কমিউনিস্ট পার্টি' সাইনবোর্ড ব্যবহার করে, এর সঙ্গে কমিউনিস্ট বিরোধী একটা ধুয়োও উঠে গেছে। পাকিস্তান হলে এই ডাবল বেনিফিটটা পাওয়া যেত না। সাম্যবাদ নয়, চীন এখন পুঁজি রপ্তানিতে ব্যস্ত। আধুনিক ধনতান্ত্রিক চীন-প্রধানের সঙ্গে আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সখ্য সর্বজনবিদিত। সখ্য যেমন আছে, প্রতিযোগিতাও আছে। দু'পক্ষই এশিয়া-প্রধান হতে ব্যগ্র। সীমান্তে দুপক্ষই পরস্পরের সামরিক তৎপরতাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে।

লকডাউনে মোদী সরকারের কার্যসিদ্ধি হয়ে গেছে। না, করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধের কথা হচ্ছে না। প্রতিরোধ নয়, ওটার বিস্তারে ভারত প্রশংসনীয় অগ্রগতিতে শীর্ষস্থানের প্রায় কাছাকাছি। কিন্তু অর্ডিন্যান্স জারি করে রাজ্যে রাজ্যে দৈনিক শ্রমঘন্টা বাড়িয়ে দেওয়া, কয়লাখনিগুলিকে প্রাইভেট কোম্পানির নিকট উন্মুক্ত করে দেওয়া, কৃষিপণ্যের বাজারে কর্পোরেট আবাহন— এগুলো সম্পন্ন হয়ে গেছে। মাঠে-ময়দানে আন্দোলন বন্ধ করা হয়েছে, কিন্তু প্রতিবাদী কর্মী/ব্যক্তিদের জেলে পোড়ার কাজটা বন্ধ হয়নি। ভারতে সিডিশন ল' প্রয়োগের ধুম লেগেছে। প্রতিবাদী হলেই দেশদ্রোহী। জি এন সাইবাবা, ভারভারা রাও— একজন আশি শতাংশ পঙ্গু, অপরজন আশি বছরের বৃদ্ধ— দুজনেই কাল্পনিক অপরাধে 'দেশদ্রোহী'। ডঃ কাফিল খান থেকে সাফুরা জারগর, সকলেই নাকি দেশদ্রোহে উস্কানি দিয়েছেন। এদের প্রতি সরকার এবং আদালত মানবিকতার ন্যূনতম নিদর্শন প্রদর্শনেও অনাগ্রহী। এনআরসি-সিএএ-এনপিআর বিরোধী আন্দোলন লকডাউনে স্থগিত থাকলে কী হবে, ধরপাকড়ে বিরাম নেই। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও বিলীন হতে বসেছে। সরকার না-পসন্দ সংবাদ পরিবেশনের দায়ে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্চাশের বেশি সাংবাদিকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে। গলা টিপে ধরার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও কম যায় না। দুর্নীতির প্রতিবাদ করলেই প্রতিবাদীদের ঠিকানা হয় জেল বা গারদ। সরকার মোদীর হোক বা মমতার— দেশকে এদের দেবার কিছু নেই, শোষণ ও পেষণ ছাড়া।

লকডাউনের এই স্তব্ধতা ভেঙে কবে জাগবে প্রতিবাদের কলরোল?

06 OCT 2020

অনীক

জুলাই, ২০২০
বর্ষ ৫৭, সংখ্যা ১
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

সম্পাদকীয় ❑ ৩

ঘটনাপ্রবাহ
দিল্লি গণহত্যার তদন্ত রিপোর্ট
❑ পরিচয় কানুনগো ❑ ৪

পত্রপত্রিকা থেকে
অন্য এক যুগে ❑ কালেশ্বরম রাজ ❑ ৬

স্মরণ
শ্রেণীচ্যুত বিজ্ঞানী... ❑ তুষার চক্রবর্তী ❑ ৮

প্রবন্ধ
বেসরকারিকরণ না সম্পদ হস্তান্তর?
❑ সুশোভন ধর ❑ ৯
আয়লা থেকে আমফান ❑ অরিজিৎ ❑ ১৫
আমাদের পরিবেশ ❑ সমরেশ মিত্র ❑ ১৮
ভারভারা রাও : বিপ্লবের চারণকবি
❑ অশোক চট্টোপাধ্যায় ❑ ২৪
মোদি সরকারের নয়া কৃষি সংস্কার
❑ সুমন কল্যাণ মৌলিক ❑ ২৮

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা পয়সা পাঠাবার ঠিকানা
প্রযত্নে পিপলস্ বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২/৯৮৩০১৪৩৩৬৫
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ২০০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpatrika.wordpress.com

কার্যালয় :
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
(মঙ্গল ও শুক্র, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)

সম্পাদকমণ্ডলী : রতন খাসনবিশ প্রণব দে
সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস

কোন্ পথে

একটা চালু কথা— আদার ব্যাপারী, জাহাজের খোঁজে কী দরকার! নির্বাচন কমিশনার অশোক লাভাসাকে এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্কের ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগ করা হয়েছে, এতে আমজনতার কীই বা আসে যায়। ছয় রাজ্যের আগামী বিধানসভা নির্বাচনের সঙ্গে প্রশ্নটা যদি জড়িয়ে না থাকত, তাহলে হয়ত এটা উল্লেখ করার মতো কোনো সংবাদই হতো না। অশোক লাভাসা হলেন সেই নির্বাচন কমিশনার, যিনি বিগত সংসদ নির্বাচনের (২০১৯) সময়ে, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান দুই মুখ, নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ-কে নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করার সাহস দেখিয়েছিলেন। তিন সদস্যের বেঞ্চে তাঁর একক মত সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্তের নিকট পরাজিত হয়। বিষয়টা কি এরকম হতে পারে যে নির্বাচন কমিশনে বিরোধী বা সাহসী কণ্ঠস্বর বজায় রাখার ঝুঁকি নরেন্দ্র মোদী সরকার আর নিতে চায় না?

যখন দেখা যায়, মোদী সরকার দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরে আসার পর হঠাৎ করে লাভাসার পরিবার-পরিজনদের গৃহে ইনকাম ট্যাক্স, এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট ইত্যাদির তৎপরতা শুরু হয়ে যায়, অশোক লাভাসাকে 'সততার মূল্য' নিয়ে সংবাদপত্রে প্রতিবেদন লিখতে হয়, তখন সমস্ত ঘটনাগুলির মধ্যে একটা যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন নয় (দেখুন *The Wire*, ১৫-০৭-২০)। যাঁরা চোখ-কান খোলা রাখেন, তাঁরা জানেন যে বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর প্রতিশোধস্পৃহা কম নয়। যাঁরাই তাদের বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছেন, তাঁরাই দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারান্তরালে। আর রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতা দূর করার ক্ষেত্রে সিবিআই-আইটি-ইডি-র আনাগোনা— এ তো সরকারের নিত্যকার হাতিয়ার।

ঘটনাটি তাৎক্ষণিক বা ব্যক্তিগত পর্যায়ের বিষয় নয়। ভারতের সাংবিধানিক গণতন্ত্রে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে, যেমন বিচারব্যবস্থা, সংবাদপত্র, নির্বাচন কমিশন ইত্যাদি, যেগুলির স্বাধিকার বা স্বাধীনতাহানি সংবিধান এবং গণতন্ত্রের বিপর্যয় ডেকে আনে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীনতা শাসকগোষ্ঠীর একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারে বাধা দেয় বলেই, প্রত্যেক শাসকগোষ্ঠী এই প্রতিষ্ঠানগুলি কব্জা করার চেষ্টা করে। প্রতিষ্ঠানগুলি অভ্যন্তরীণ শক্তি যতদিন বজায় রাখতে পারে, ততদিন তারা তাদের স্বাধিকার বজায় রাখতে পারে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক পদগুলিতে ক্রমাগত অনুগত ব্যক্তিদের অধিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানগুলিকেও শাসক-অনুগত করে তোলে। গণতন্ত্র বিপন্ন হয়। জরুরি অবস্থার সময়ে ভারতবাসীর এ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। বিগত কয়েক বছরে, অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যাচ্ছে। এটাই শঙ্কার কারণ। কিন্তু ১৯৭৫ পরিস্থিতির সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির মৌলিক পার্থক্য আছে। সেসময়ে জরুরি অবস্থা জারি হয়েছিল রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে। এখন অঘোষিত জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে শুধু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নয়, সামাজিক এক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেও। সেকারণে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর অগণতান্ত্রিক অনেক পদক্ষেপ সামাজিক অনুমোদনও পেয়ে যাচ্ছে। ধ্বংসাত্মক নয়া উদারনীতির সাথে যুক্ত হয়েছে সামাজিক ভেদাভেদ, মৌলবাদী রাজনীতি। এই অবস্থা জারি থাকলে মানসিক ভাবে বিকলাঙ্গ ও পঙ্গু, নিরাপত্তাহীন, সম্পদহীন এক ভারতবর্ষ আমরা অচিরেই প্রত্যক্ষ করবো।

এই অবস্থা থেকে মুক্তি চায় ভারতের সাধারণ মানুষ, শ্রমজীবী জনতা। কিন্তু মুক্তি আন্দোলন পরিচালনা করার মতো, শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী এমন কোনো রাজনৈতিক শক্তি নেই, যে একক ক্ষমতায় কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠীর মোকাবিলা করতে পারে। দুটি রাস্তা। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম অথবা ফ্যাসিবাদের ক্রমবিস্তার। "কোন্ দিক সাথী, কোন্ দিক বেছে নিবি বল্?"

অনীক

আগস্ট ২০২০
বর্ষ ৫৭, সংখ্যা ২
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
UNIVERSITY LIBRARY
PERIODICALS

10 NOV 2020

সম্পাদকীয় ❑ ৩

ঘটনাপ্রবাহ
বাবরি মসজিদ ভেঙে রামমন্দির
❑ শুভদীপ ❑ ৪

প্রবন্ধ
করোনাকালে উন্নয়ন চিন্তা ও বাংলাদেশ
❑ আনু মুহাম্মদ ❑ ৯

পত্রপত্রিকা থেকে
জি এন সাইবাবার প্রতি ❑ অরুন্ধতী রায় ❑ ২০

বিতর্ক
প্যারি কমিউন ও কেন্দ্রিকতার প্রশ্ন
❑ পীযূষ মুখার্জী ❑ ২৪

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা পয়সা পাঠাবার ঠিকানা
প্রযত্নে পিপলস্ বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২/৯৮৩০১৪৩৩৬৫
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ২০০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpatrika.wordpress.com

কার্যালয় :
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
(মঙ্গল ও শুক্র, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)

সম্পাদকমণ্ডলী : রতন খাসনবিশ প্রণব দে
সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস

বিচারালয়ের বিমোচন

সম্পাদকীয়

বিদ্যাসাগর মশাই শিশুশিক্ষা দিয়েছিলেন, 'সদা সত্য কথা বলিবে'। আর আমাদের দেশের নীতিশাস্ত্র বলে, 'সত্যম বদ প্রিয়ম বদঃ অপ্রিয়ম সত্যম মা বদ'। এই সাবধানবাণীটি উচ্চারিত হয়েছিল সম্ভবত ক্ষমতাবানদের প্রসঙ্গে। কারণ অপ্রিয় সত্য উদ্ঘাটিত হলে, তাদেরই বিব্রত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আর বিব্রত হলে ক্ষমতাবানরা ক্ষমতার প্রতাপে দগ্ধ করতে ছাড়ে না। প্রশান্ত ভূষণের উক্তি সর্বোচ্চ আদালতের তিক্ত লেগেছে, কারণ ভূষণ মিথ্যা উক্তি করেননি। ভূষণের টুইট, "ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকরা যখন বিগত ৬ বছর পানে তাকাবেন, তাঁরা দেখতে পাবেন, কেমন করে নিয়মমাফিক জরুরি অবস্থা জারি না করেও ভারতবর্ষে গণতন্ত্র ধ্বংস করা হয়েছে। এই ধ্বংসকাণ্ডে বিশেষত সুপ্রিম কোর্টের, আরও বিশেষ করে শেষ চার প্রধান বিচারপতির ভূমিকা তাঁরা লক্ষ্য করতে পারবেন।" দ্বিতীয় টুইটে তাঁর মোদ্দা বক্তব্য, লকডাউন পর্বে নাগরিকরা যখন সুবিচার পাওয়ার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, প্রধান বিচারপতি তখন বিজেপি নেতার দামি মোটরবাইক চড়ছেন। মোটরবাইক প্রসঙ্গটা যে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, কথাপ্রসঙ্গে এসেছে, সেটা বুঝতে বোধহয় সাধারণ জ্ঞানই যথেষ্ট। আসল কথা, প্রশান্ত ভূষণ রাষ্ট্রের এক গুপ্ত তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন, ভারতবর্ষে সাংবিধানিক গণতন্ত্র ধ্বংসের চক্রান্তে আদালত প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

বিগত শতাব্দীতে, কেরালার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ আদালতকে "নিপীড়নের হাতিয়ার", বিচারকদের "শ্রেণী ঘৃণা ও শ্রেণী সংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন" ইত্যাদি অভিধায় অভিষিক্ত করেছিলেন, আদালত সেদিনও এই তিক্ত সত্য মেনে নিতে পারেনি। সর্বোচ্চ আদালতের বিচারক মহাশয়গণ প্রয়াত মার্কসবাদী নেতার মার্কসবাদ সম্পর্কে জ্ঞানের পরীক্ষা নিয়ে দেশবাসীকে আমোদিত করেছিলেন— "The ends of justice in this case are amply served by exposing the appellant's ignorance about the true teachings of Marx and Engels (behind whom he shelters)... etc"। সে যাই হোক, আদালতের নিরপেক্ষতা কোনোকালেই প্রশ্নাতীত নয়। বিশেষত রাজনৈতিক কর্মীদের ক্ষেত্রে আদালত প্রায়শ রাষ্ট্রের অনুষঙ্গী। এদেশে যেদিন থেকে নব্য উদারনীতির আবির্ভাব হয়েছে, রাষ্ট্রনীতির পরিবর্তনের সাথে সাথে বিচারনীতিতেও পরিবর্তন এসেছে। আদালতের বিচার তো আর ব্যক্তি নিরপেক্ষ নয়। বিচারকদের যুক্তিবোধ, ন্যায়নীতির ধারণা, সামাজিক মূল্যবোধ তথা দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের বিচারকে নিয়ন্ত্রণ করে। এমন অনেক বিষয় আছে, যেগুলি সামাজিক ন্যায় হিসাবে আদালতের বিচারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, উত্তর-নব্বইতে সেগুলি অস্বীকৃত হয়েছে। বর্তমানে তো উদারীকরণ গৈরিক রঙে রঞ্জিত। আদালতেও যে সে রঙ লাগেনি, একথা কি হলপ করে বলা যায়? আসামে এনআরসি আদেশনামা থেকে শুরু করে, অযোধ্যার বিতর্কিত জমির পথ বেয়ে আজ সিএএ বিরোধী আন্দোলনকারী ছাত্র-যুব-শিক্ষকদের নির্বিচার গ্রেপ্তার, মাওবাদী ভূতগ্রস্থ হয়ে কবি-ছাত্র-সাংবাদিক-আইনজীবী-বুদ্ধিজীবীদের গ্রেপ্তার, বিনা অপরাধে চিকিৎসকের কারা-নিগ্রহ, সর্বোপরি হাঙ্গামাকারী-দাঙ্গাকারীদের মুক্তবিহার— এ সবই তো ঘটছে, ঘটে চলেছে আদালতের অনুগ্রহে। রাফায়েল মামলা বা অযোধ্যাভূমি মামলা পুনর্বিচারে আদালত নারাজ অথচ সবরীমালা মামলার রায় পুনর্বিচারে আদালতের সম্মতি একদিকে যেমন রাষ্ট্রপ্রধানদের নিশ্চিন্ত করেছে, অপরদিকে গৈরিক-পুরুষদেরও সন্তুষ্টি বিধান করেছে। আদালতের এ হেন ভূমিকায় গণতন্ত্রের বিকাশ হচ্ছে, না বিনাশ?

প্রশ্ন উঠছে, "রাজা তোর কাপড় কোথায়?"। রাজা তুই লুকোবি কোথায়? ❑

7

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
UNIVERSITY LIBRARY
PERIODICALS

অনীক

সেপ্টেম্বর, ২০২০
বর্ষ ৫৭, সংখ্যা ৩
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

10 NOV 2020

সম্পাদকীয় ❑ ৩

ঘটনাপ্রবাহ
পাঁচামির নতুন কয়লাখনি
❑ বিবর্তন ভট্টাচার্য ❑ ৪

প্রবন্ধ
ভারতের রাইখস্ট্যাগ ❑ সহদেব মন্ডল ❑ ৫
করোনা অতিমারী ও রাষ্ট্রের উভয়সংকট
❑ সুজয় বালা ❑ ১৭
ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরের খোঁজে এক দর্শনতত্ত্ববিদ
❑ কণিষ্ক চৌধুরী ❑ ২৫

গ্রন্থ সমালোচনা
ভারত থেকে ম্যাঞ্চেস্টার ❑ বিশ্বজিৎ রায় ❑ ২৯

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা পয়সা পাঠাবার ঠিকানা
প্রযত্নে পিপলস্ বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২/৯৮৩০১৪৩৩৬৫
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ২০০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpatrika.wordpress.com

কার্যালয় :
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
(মঙ্গল ও শুক্র, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)

সম্পাদকমণ্ডলী : রতন খাসনবিশ প্রণব দে
সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস

ফ্যাসিবাদের গতিরোধে সার্বিক ঐক্য

গেরুয়া পন্থী মুনিরা বাদে ভারতের আর সব মুনিরাই একমত যে, ভারতে এখন অঘোষিত জরুরী অবস্থা বিরাজ করছে। মোদী সরকার প্রমাণ করেছে, জরুরী অবস্থা জারি করতে সংবিধান বাহুল্য মাত্র। বড়জোর একটা অছিলার প্রয়োজন হতে পারে। করোনাভাইরাস সে সুযোগ এনে দিয়েছে। কিন্তু করোনা না এলে ভারতবাসী এই অবস্থান থেকে যে পরিত্রাণ পেত, এমন ভরসা কিন্তু ছিল না। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিলের মাধ্যমে বা এনআরসি-সিএএ-এনপিআর করে যে জরুরী অবস্থা কায়েম করা হয়েছে, তার জন্য করোনা অজুহাতের প্রয়োজন হয়নি। ভারতের সংবিধানের নানা অলিগলি দিয়ে বিরোধী বশ করার কৌশলেই সেটা সম্ভব হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্যসভায় যে প্রকারে দুটি কৃষি বিল পাশ করিয়ে নেওয়া হলো এবং বিরোধীদের সংসদের বাইরে রেখে অত্যাবশ্যক পণ্য আইন ও শ্রম আইন সংশোধন করিয়ে নেওয়া হলো, তাতে মোদী সরকার বেশ ভালোভাবেই বুঝিয়ে দিল যে, সংসদীয় গণতন্ত্রের দিনও অস্তমিত। এমতাবস্থায় রঙবেরঙের রাজনৈতিক মুনিদের মনে উদয় হয়েছে যে, মোদী সরকারের অতি বাড় বেড়েছে। আর বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়। তাদের উৎসাহের একটা বড়ো কারণ বোধ হয়, সাম্প্রতিক দুটি কৃষি বিল নিয়ে শাসক পক্ষের কোনো কোনো অংশের প্রকাশ্য বিরোধিতা। কিন্তু কৃষক ভোটব্যাঙ্ক হারাবার ভয়ে প্রকাশ্য বিরোধিতা এবং কৃষক স্বার্থ রক্ষার্থে প্রকৃত বিরোধিতার মধ্যে দূরত্ব কতটা, তার পরিমাপ এখনও হয়নি। সে যাই হোক, গর্জন তো বিস্তর শোনা যাচ্ছে, বর্ষণ এখনও ছিটেফোঁটাও হয়নি।

ভারতের সংসদীয় রাজনীতিতে ইতিপূর্বে এত দুর্বল, লক্ষ্যহীন, নীতিবর্জিত রাজনৈতিক বিরোধী পক্ষ দেখা যায়নি। সংখ্যালঘু বিদ্বেষের, জাতিবিদ্বেষের অস্ত্র ব্যবহার করে এক নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে টার্গেট করে সামাজিক বিভাজন ঘটিয়ে বিজেপির নির্বাচনী সাফল্য এসেছে। এখন রাষ্ট্রীয় শক্তির সার্বিক আক্রমণ নেমে এসেছে শ্রমিক-কৃষক-চাকুরিজীবী-যুব সমাজ সহ সমগ্র জনসাধারণের উপর। পেটে টান পড়লে কোনো মায়াই কাজ করে না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, বিজেপি বিরোধিতায় নেতৃত্ব দিচ্ছে দক্ষিণপন্থী দলগুলি এবং তাদের প্রায় সবাই আঞ্চলিক দল। নিজ নিজ পরিসরে এরা প্রত্যেকেই স্বৈরাচারী। তার ওপর এদের স্বার্থের টান, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিবন্ধক। জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে সংসদীয় বাম দলগুলির ভূমিকা নিষ্প্রভ। যদিও আঞ্চলিক স্তরে তাদের সক্রিয়তা এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও ফ্যাসিবাদ বিরোধী সার্বিক ঐক্য গঠনের বামপন্থী রাজনীতির উপর আঞ্চলিক রাজনীতি ছায়া বিস্তার করছে।

সাম্প্রতিক কালে, বিজেপি সরকার বিরোধী সবথেকে বড়ো প্রতিবাদী আন্দোলন এনআরসি-সিএএ-এনপিআর বিরোধী আন্দোলন। কিন্তু সেটি সংগঠিত শ্রেণী সংগ্রামে রূপ পাওয়ার আগেই লকডাউন জনিত কারণে আন্দোলনের হঠাৎ সমাপ্তি সরকারকে স্বস্তি দিয়েছিল। জানিনা, শ্রমজীবী মানুষের এই ধরনের প্রতিবাদী আন্দোলন অচিরে আবার গড়ে উঠবে কিনা। আঞ্চলিক ক্ষমতাসীন দলগুলিও গণ-আন্দোলনকে ভয় পায়। কিন্তু মৌখিক প্রতিবাদ আন্দোলনে রূপান্তরিত না করতে পারলে জনমানস থেকে ফ্যাসিবাদ রোপিত মোহ নির্মূল করা যাবে না। ক্ষমতার রাজনীতির দিকে না তাকিয়ে, বাম গোষ্ঠী আসন্ন নির্বাচনকে ফ্যাসিবাদ বিরোধী সার্বিক সংগ্রামের নিরিখে পর্যবেক্ষণ করতে যদি সক্ষম হয়, ফ্যাসিবাদের বিস্তার এখনও রোধ করা সম্ভব। ❑

অনীক

অক্টোবর, ২০২০
বর্ষ ৫৭, সংখ্যা ৪
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

10 NOV 2020
UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
UNIVERSITY LIBRARY
PERIODICALS

সম্পাদকীয় ❑ ৪

লেনিন: ১৫০ বছর পর

লেনিন ও বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্ব
❑ রতন খাসনবিশ ❑ ৫

লেনিনীয় সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব ❑ বিভাস চন্দ ❑ ১০

শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব ও লেনিন
❑ সুকান্ত রায় ❑ ১৯

লেনিনের দর্শন বিরোধী দার্শনিক প্রচার...
❑ অশোক মুখোপাধ্যায় ❑ ৩২

দর্শনের জগতে কমরেড লেনিন
❑ অমিতাভ চক্রবর্তী ❑ ৩৯

স্মরণ

'অনীক'-এর যাত্রারম্ভের এক সাথী
❑ সোমনাথ চক্রবর্তী ❑ ৪৫

কবিতা

সেই সব আলো-বাহকেরা ❑ সব্যসাচী গোস্বামী ❑ ৪৬

ফুটেজ ❑ ঝিলম ত্রিবেদী ❑ ৪৬

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা পয়সা পাঠাবার ঠিকানা
প্রযত্নে পিপলস্ বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২/৯৮৩০১৪৩৩৬৫
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ২০০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpatrika.wordpress.com

কার্যালয় :
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
(মঙ্গল ও শুক্র, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)

সম্পাদকমণ্ডলী : রতন খাসনবিশ প্রণব দে
সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস

14 JAN 2021

অনীক

নভেম্বর, ২০২০
বর্ষ ৫৭, সংখ্যা ৫
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

সম্পাদকীয় ❑ ৩

ঘটনাপ্রবাহ

লাভ-জেহাদ তথা ফ্যাসিবাদ
❑ পরিচয় কানুনগো ❑ ৪

স্মরণ

দীপাঞ্জন রায়চৌধুরি ❑
শুভাশিস মুখোপাধ্যায় ❑ ৬

জান মিরডাল ❑
সুব্রত দাস ❑ ৮

প্রবন্ধ

নয়া জাতীয় শিক্ষা-নীতির ইতিকথা ❑
দেবাদিত্য ভট্টাচার্য ❑ ১১

বুদ্ধিজীবী ও পার্টিতান্ত্রিকতা ❑
অশোক চট্টোপাধ্যায় ❑ ১৮

বিতর্ক

কমিউনিস্ট ইস্তাহার কি আজও প্রাসঙ্গিক?
পার্থ চট্টোপাধ্যায় ❑ ২৩
পার্থ সারথি ❑ ২৮

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা পয়সা পাঠাবার ঠিকানা
প্রযত্নে পিপলস্ বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২/৯৮৩০১৪৩৩৬৫
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ২০০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpatrika.wordpress.com

কার্যালয় :
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
(মঙ্গল ও শুক্র, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)

সম্পাদকমণ্ডলী : রতন খাসনবিশ প্রণব দে
সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস

রিপদের ঘন্টা বাজছে— বধিররা সজাগ হও

পৃথিবীর পশ্চিম এবং পূর্ব, উভয় প্রান্তে এখন ভোটের উত্তেজনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্রাট প্রার্থী জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট পদে জিতেছেন ঠিকই, কিন্তু প্রাপ্ত ভোটের ব্যবধান বিরাট কিছু নয়। ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনুকূলে ৪৭ শতাংশের বেশি ভোট ইঙ্গিত দেয় যে, প্রায় অর্ধেক আমেরিকা ট্রাম্পের বিদ্বেষ-রাজনীতির অনুরাগী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্রাটরা আসুক বা রিপাবলিকান, কেউই তো কৃষ্ণ আমেরিকাকে নিরাপত্তা দিতে পারেনি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন পুঁজির এবং সামরিক শক্তির দাপট বজায় রাখতে কেউই কুণ্ঠিত নয়। কর্পোরেট পুঁজির বিস্তার এবং স্বার্থ রক্ষণে কেউ অত্যন্ত আগ্রাসী এবং কেউ কিছুটা সংযত— এইটুকুই যা তফাৎ। এক মার্কিন ডিজিটাল মিডিয়া মন্তব্য করেছে, "Biden is much more likely to use his institutional backing to change the form, not the scale of the suffering that the U.S. imposes worldwide"। এতৎসত্ত্বেও ট্রাম্পের অপসারণ প্রয়োজন ছিল। কারণ স্বৈরাচারী প্রশাসন গণতন্ত্রের সামান্যতম পরিসরও অনুমোদন করে না।

ভারতে অতিমারি এবং লকডাউন পর্বে প্রথম নির্বাচন সম্পন্ন হলো বিহারে। সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের পরধর্ম-অসহিষ্ণু, দলিত নিগ্রহী, উগ্র হিন্দুত্ববাদী, মানবাধিকার দলনকারী ফ্যাসিবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে জনরোষ এই নির্বাচনে প্রতিফলিত হয়নি। এমনকি যে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে মোদী সরকার ছেলেখেলা করেছে, তাদেরও এনডিএ-বিরোধী ক্ষোভের অভিপ্রেত প্রকাশ ভোটবাক্সে অন্তত অনুপস্থিত। মোদী সরকারের শ্রমনীতি, কৃষিনীতি, নাগরিকত্ব আইন সংশোধন, পাশের রাজ্য উত্তরপ্রদেশে হাথরস কাণ্ড কিংবা "দেশদ্রোহর" মিথ্যা অজুহাতে দেশব্যাপী বেনজির গ্রেপ্তারি— এ সব কিছুই বিহার বিধানসভা নির্বাচনে কাঙ্খিত প্রভাব বিস্তারে অসমর্থ। অর্থনৈতিক বঞ্চনা, কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা ইত্যাদির জন্য সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকার অনুসৃত আগ্রাসী অর্থনৈতিক নীতিকে দায়ী না করে তাদের এক শরিকের প্রতি বিচ্ছিন্নভাবে অনাস্থা জ্ঞাপন এটাই প্রমাণ করে যে শাসক দলের ফ্যাসিবাদী চরিত্র উন্মোচনে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি এখনও অসফল।

প্রশ্নটা এখানেই। ভারতে ঘনায়মান ফ্যাসিবাদকে প্রধান বিপদ হিসাবে চিহ্নিত করে নির্বাচনী সংগ্রামকে রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত না করতে পারলে, এদেশ থেকে বিদ্যমান সংসদীয় গণতন্ত্রের অবশেষটুকুও বিলুপ্ত হবে। বিচারবিভাগ, সংবাদপত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি হয় ফ্যাসিবাদী শক্তির কব্জায় অথবা আক্রান্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের প্রশাসন কিন্তু বিচারবিভাগ, সংবাদপত্র এমনকি সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতেও মোদীর মতো প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়নি। ভারতবর্ষে ফ্যাসিবাদের বিপদ তাই অনেক বেশি। জেএনইউ ছাত্রদের উপর আক্রমণ যদি পশ্চিমবঙ্গ বা কেরালার নির্বাচনে গুরুত্ব না পায়, তাহলে সেটা ফ্যাসিবাদকে আড়াল করারই সামিল হবে। সিএএ বা কাশ্মীরের স্বাধিকার বিলোপের গুরুত্ব যদি তামিলনাড়ু বা আসাম উপলব্ধি করতে সক্ষম না হয়, তাহলে আরএসএস-র রাজনীতিকেই জায়গা ছেড়ে দেওয়া হবে। আর আরএস চুপচাপ বসে নেই। পশ্চিমবঙ্গে তারা পাঁচ হাজার শাখা বিস্তারের পরিকল্পনা নিয়েছে। ২০১৩ থেকে ২০১৮, এই পাঁচ বছরে তাদের শাখা বৃদ্ধি হয়েছে ৭০ শতাংশ। ত্রিপুরার ইতিহাস মনে আছে তো? বুনিয়াদি বামপন্থীরা ক্ষমতা দখলের স্বপ্নে মশগুল না থেকে, ফ্যাসিবাদ বিরোধী শ্রেণী সংগ্রামে মন দিলে, দেশটা শুধু বাঁচে না, তারাও বাঁচবে। ❑

02 FEB 2021
UNIVERSITY OF NORTH BENGAL PERIODICALS
UNIVERSITY LIBRARY

অনীক

ডিসেম্বর, ২০২০

বর্ষ ৫৭, সংখ্যা ৬

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

সম্পাদকীয় ❑ ৩

প্রবন্ধ

চলমান কৃষক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ❑ কাজল হালদার ❑ ৪

নাগরিকত্ব ও হিন্দুত্ব ❑ প্রণব কান্তি বসু ❑ ১০

মার্কসবাদের বিকাশে এঙ্গেলসের ভূমিকা ❑ প্রতীপ নাগ ❑ ২৩

কবিতা

ভারভারা রাও ❑ বিশ্বনাথ মিত্র ❑ ৯

পরাজয় বলে কিছু নেই ❑ তুষার ভট্টাচার্য ❑ ৯

পাঠকের কলমে

বিহার বিধানসভা নির্বাচন ❑ ২৮

বার্ষিক সুচি : ২০১৯ ❑ ৩১

বার্ষিক সুচি : ২০২০ ❑ ৩৩

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা পয়সা পাঠাবার ঠিকানা

প্রযত্নে পিপলস্ বুক সোসাইটি

১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯

দূরভাষ : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২/৯৮৩০১৪৩৩৬৫

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ২০০ টাকা

ই-মেল : aneek.bm@gmail.com

ব্লগ : aneekpatrika.wordpress.com

কার্যালয় :

১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯

(মঙ্গল ও শুক্র, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)

সম্পাদকমণ্ডলী : রতন খাসনবিশ প্রণব দে

সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস

11

বিদ্রোহ আজ চারিদিকে

দিল্লি এখন টলটলায়মান। পাঞ্জাব, হরিয়ানার কৃষিজীবীদের সমাবেশ দিল্লীশ্বরকে ভারি বেকায়দায় ফেলেছে। সঙ্ঘী বাহিনী 'খালিস্তানি', 'পাকিস্তানি' আওয়াজ তুলেও সুবিধা করতে পারছে না। বিগত শতাব্দীর ৫০/৬০/৭০ দশকে যে ধরনের কৃষক আন্দোলন দেখে আমরা অভ্যস্ত; এমনকি বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে অধিগ্রহণ বিরোধী যে কৃষক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল— সেগুলির সঙ্গে চলমান দিল্লি-আন্দোলনের শ্রেণী চরিত্রে প্রভেদ আছে। কিন্তু আন্দোলনকারীরা একটা বিষয় পরিষ্কার করে দিয়েছেন। কৃষিপণ্যের বিপণনে কর্পোরেট আধিপত্য তাঁরা মানবেন না। চুক্তি চাষ, বিটি শস্য, সার, কীটনাশক ইত্যাদি নানা পরিসরে কর্পোরেট অনুপ্রবেশ ইতিমধ্যেই স্বতঃসিদ্ধ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। যে এপিএমসি আইন নিয়ে এত সোরগোল, সেই আইন কটা রাজ্যেই বা ঠিকঠাক অনুসৃত হয়? বেশ কিছু রাজ্যে আইনটির অস্তিত্বই নেই। কটা রাজ্য সরকার এমএসপি তথা ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কৃষকের শস্য বিক্রয়ের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছে? এ বিষয়ে স্বামীনাথন কমিটির সুপারিশ তো গত ১৪ বছর ধরে ঠাণ্ডা ঘরে বন্দি। না কংগ্রেস না বিজেপি, কোনো সরকারই স্বামীনাথন ফর্মুলা অনুসরণ করে এমএসপি ধার্য করেনি। পশ্চিমবঙ্গে বাম সরকার বহুজাতিক সংস্থা ম্যাকিনসের সুপারিশে চুক্তিচাষে অনুমোদন দিয়েছিল। তৃণমূল সরকার এপিএমসি আইন সংশোধন করে কৃষিপণ্য বিপণনে বেসরকারি পুঁজির অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে। তবু কৃষি, সংবিধানের রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে, পাঞ্জাব হরিয়ানার মতো কোনো কোনো রাজ্যে আইনগুলির স্বাধীন প্রয়োগ বলবৎ ছিল। মোদী সরকার আইনের এই ন্যূনতম সুরক্ষা-কবচটাই বাতিল করে দিয়েছে। তাও অসাংবিধানিক পথে।

দিল্লির কৃষক আন্দোলন মানুষের সমর্থন পাচ্ছে, কারণ সুস্পষ্টভাবে এই আন্দোলন দোস্তি পুঁজি বা ক্রোনি ক্যাপিটালিস্ট বিরোধী। প্রধানমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ নতুন কিছু নয়। কিন্তু একই সঙ্গে আদানি, আম্বানির মতো কর্পোরেট সম্রাটদের কুশপুত্তলিকা দাহ গণ-আন্দোলনে এক নতুন সংযোজন। সঙ্ঘ পরিবারের হিন্দুত্ববাদ যে আদতে ভারতবর্ষ নামক দেশটাকে যে দেশি-বিদেশি কর্পোরেট পুঁজির হাতে বিকিয়ে দেওয়ার আয়োজন সুগম করার করার তুরুপের তাস, এই আন্দোলন সেটা উন্মোচন করেছে।

মোদী সরকার তো শুধু কৃষকদের সুরক্ষা বাতিল করেনি, শ্রমিকদেরও সুরক্ষা বাতিল করেছে। বাতিল করেছে পরিবেশ সুরক্ষার আইন, নাগরিকত্ব সুরক্ষা সহ বাক-স্বাধীনতার সর্ববিধ সুযোগসুবিধা। ইদানীং সঙ্ঘ পরিবার যোগী-রাজের হাত ধরে নতুন এক এজেন্ডা শুরু করেছে। লাভ-জেহাদ। আইন-আদালত-সংবিধানের বিরুদ্ধে গিয়ে মোদী সহযোগী যোগী আদিত্যনাথের উদ্যোগে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ধর্মান্তরের এবং ভিন্ন ধর্মে বিবাহ করার ব্যক্তি-স্বাধীনতা অধিকার হরণকারী কালা অর্ডিন্যান্স জারি করতে শুরু করেছে, গ্রেপ্তার করতেও আরম্ভ করেছে। উদ্দেশ্য একটাই। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নির্যাতন এবং হেনস্থা করা।

দিল্লির কৃষক আন্দোলন কতদূর বিকশিত হবে বা এই আন্দোলনের পরিণতি কী, সেটা বলার সময় এখনও আসেনি। তবে এই আন্দোলন ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সমাবেশের এক সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। সচেতন রাজনৈতিক নেতৃত্বই পারে এই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য, দেশের বিরোধী রাজনীতিও আজ দক্ষিণপন্থীদের নিয়ন্ত্রণে। তাদের দোদুল্যমানতাই ফ্যাসিবাদী শক্তিকে শক্তিশালী করছে। অথচ এই শক্তিগুলির প্রজ্ঞার উপরই ভারতবাসীর জীবনমরণ নির্ভরশীল। ❑